দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...2-4 AUG 199৪ ... ...
পৃঃ ৭ কলাম ...৪...

একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির তোড়জোড়

বেসরকারী কলেজগুলোতে সুবিধামতো ভর্তি ॥ সরকারী কলেজ এখনও নিয়মনীতির অপেক্ষায়

রাজধানীর একটি কলেজে ভর্তি ফরম সংগ্রহের জন্য ছাত্রদের ভিড় —জনকণ্ঠ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে রাজধানীসহ সারা দেশে ব্যাপক তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বেসরকারী কলেজগুলো সুবিধামতো উপায়ে ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সরকারী কলেজগুলো ভর্তির নিয়মনীতি পাবার অপেক্ষায় রয়েছে। বন্যার কারণে দেশের অধিকাংশ এলাকায় ভর্তির বিষয় চিন্তারই অবকাশ নেই।

এদিকে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে পর্যায়ক্রমে এইচএসসিতে ছাত্রভর্তি বন্ধ করে দেবার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভর্তিচ্ছুরা বিপাকে পড়ছে। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি বন্ধ করা হচ্ছে তার অনুরূপ মানসম্মত

(২ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

বেসরকারী কলেজগুলোতে

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়নি। এর ফলে ঐসব এলাকার মেধাবী ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে ভাল কলেজে পড়ার সুযোগ থেকে। এ পর্যন্ত পাবনা এ্যাডওয়ার্ড কলেজ, রাজশাহী গবর্নমেন্ট কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, জগন্নাথ কলেজ ও ইডেন কলেজসহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ছাত্রভর্তি বন্ধ করা হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় ঢাকা কলেজেও ইন্টারমিডিয়েটে ছাত্র ভর্তি বন্ধের কথা শোনা যাচ্ছে। তবে এ বছরও ঢাকা কলেজে ছাত্র ভর্তি করা হবে।

জানা যায়, দেশের এসব নামীদামী কলেজে ছাত্র ভর্তি বন্ধ করলেও পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই বা গড়ে তোলা হয়নি। যে কারণে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এসব কলেজে যেসব মেধাবী ছাত্র ভর্তি হতো তাদের ঠাঁই হচ্ছে অখ্যাত কোন কলেজে।

বন্যার কারণে দেশের বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি সম্ভব হচ্ছে না। কারণ বন্যার্ত এলাকার কলেজগুলো হয় বন্যার কারণে বন্ধ রয়েছে, না হয় এসব কলেজ ভবন ব্যবহার করা হচ্ছে আশ্রয় কেন্দ্র বা ত্রাণশিবির হিসাবে। বন্যাকবলিত কলেজগুলো বন্যার পানি না কমা পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে না। যে কারণে স্বাভাবিক শিক্ষাবর্ষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এসব কলেজে ব্যর্থ হবে।

দেশের বেসরকারী কলেজগুলো অনেকটা প্রতিযোগিতামূলকভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কোন কোন কলেজে কেবল এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হবে। আবার কোন কোন বেসরকারী কলেজ লিখিত ভর্তি পরীক্ষা ও এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয়ে ছাত্র ভর্তি করবে। সরকারী কলেজগুলো একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারে এখনও চুপচাপ। কারণ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ভর্তি পদ্ধতি চূড়ান্ত করে কলেজগুলোকে তা দেবার জন্য। কিন্তু রবিবার পর্যন্ত সরকারী কলেজগুলো ভর্তির ব্যাপারে কোন নিয়মনীতি পায়নি। যে কারণে এসব কলেজ ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারছে না। রাজধানীর সরকারী কলেজগুলো বিশেষ করে ঢাকা কলেজ, বদরুন্নেছা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজ ও তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজে ভর্তিচ্ছু ও তাদের অভিভাবকরা প্রতিনিয়িত খোঁজখবর রাখছে। একজন ছাত্র চার-পাঁচটি কলেজের ভর্তি ফরম কিনছে। কারণ কোথাও ভর্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতার কারণে এ বছর হযবরল অবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কয়েকজন শিক্ষক। কারণ দেখা যাবে একজন ছাত্র একাধিক কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে। শেষ পর্যন্ত একটি কলেজ সে বেছে নেবে। অন্যান্য কলেজে তার আসনটি খালি থেকে যাবে। অথচ ঐসব আসনে তুলনামূলকভাবে একটু কম মেধাবীরা ভর্তির সুযোগ পেত। এ প্রক্রিয়ায় অনেক কলেজে আসন ফাঁকা থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে দেশের শীর্ষস্থানীয় ঢাকা কলেজে এ বছর ছাত্র ভর্তি হবে কি না তা নিয়ে দু'ধরনের বক্তব্য রয়েছে। তাই কথা হয় ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর জাহানারা বেগমের সাথে। তিনি জানান, এ মুহূর্তে ইন্টারমিডিয়েটে ছাত্র ভর্তি বন্ধের কোন সম্ভাবনা নেই। আমরা ভর্তির নীতিমালা পাবার অপেক্ষায় আছি। নীতিমালা পাবার পর ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করব। প্রফেসর জাহানারা বেগম আরও জানান, তিন গ্রুপে প্রায় এক হাজার ছাত্র ভর্তি করা হবে।

জানা যায়, নটরডেম কলেজে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভর্তি ফরম দেয়া হবে। বিজ্ঞানে ৮০০, বাণিজ্যে ৬৫০ ও মানবিকে ৬০০ নম্বর চাওয়া হয়েছে। এ কলেজে প্রায় ১৮শ' ছাত্র ভর্তি করা হবে। প্রথমে নম্বরের ভিত্তিতে মোট আসনের দ্বিগুণ সংখ্যক ভর্তিচ্ছু নেয়া হবে। এরপর এদের মধ্যে থেকে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হবে।

হলিক্রস কলেজে বিজ্ঞানে আড়াই শ' ও মানবিকে দেড় শ' আসন খালি আছে। হলিক্রস স্কুল থেকে পাস করা ছাত্রীরা এ কলেজে ভর্তির অগ্রাধিকার পাবে। এরপর বাকি আসনগুলোতে অন্যান্য স্কুল থেকে পাস করা ছাত্রীদের নেয়া হবে।

ভিকারুননিসা নূন কলেজে ভর্তির জন্য অগ্রাধিকার পাবে স্কুল শাখা থেকে পাস করা ছাত্রীরা। এর পর সীমিতসংখ্যক আসনে বাইরের ছাত্রী ভর্তি করা হবে।

বিএএফ শাহীন কলেজে আগামী ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ফরম দেয়া হবে। ফরম জমা দেবার তারিখ ২০ থেকে ৩১ আগস্ট।

বিজ্ঞানে ৭৫০, বিজ্ঞান থেকে বাণিজ্যে ৬৫০, বাণিজ্য ও মানবিকে ৬০০ নম্বর প্রাপ্তরা ভর্তির আবেদন করতে পারবে।

ঢাকা সিটি কলেজে ফরম বিতরণ চলছে। বিজ্ঞানে ৭০০, বাণিজ্যে ৬০০ ও মানবিকে ৫০০ নম্বর প্রাপ্তরা আবেদন করতে পারবে।

আইডিয়াল কলেজে ফরম বিতরণ চলছে। বিজ্ঞানে ৬৫০, বাণিজ্যে ৫৫০ ও মানবিকে ৪৫০ নম্বরপ্রাপ্তরা আবেদন করতে পারবে।

লালমাটিয়া মহিলা কলেজে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত ফরম বিতরণ করা হবে। বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগ এবং বাণিজ্যে ও মানবিকে দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্তরা আবেদন করতে পারবে।